সেই শ্রীভগবদ্ভক্তি যে পরম সুখস্বরূপিণী, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে সাধন অবস্থাতেও ভক্তির পরমসুখরূপত্ব ১।২।২২ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামীপাদ শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥"

অতএব, সুবিজ্ঞজন পরম আনন্দের সহিত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে নিত্য মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে সাধনদশাতেও যেমন "পরময়া মুদা" এইরূপ উল্লেখ করিয়া ভক্তি-অনুষ্ঠানে পরমানন্দধর্ম্ম দেখান হইয়াছে, তেমনি ১।১৮।১২ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণও ভক্তির আনন্দ-স্বরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! বিঘ্নবাহুল্যবশতঃ ফললাভে অবিশ্বাসনীয় কর্ম্মে যজ্ঞীয়ধূমে যে আমাদের শরীর ও মন মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দচরণকমল-মধু আস্বাদন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেছ। শ্রীসূতমুনির উক্তি এবং শ্রীশৌনকাদি মুনিগণের উক্তিতেও শ্রীভগবদ্ভক্তির আনন্দস্বরূপতা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধনদশাতেই যখন ভক্তি আনন্দরূপিণী, তখন সিদ্ধিদশাতে যে ভক্তির পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। সেইজন্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীল দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছিলেন—'হে মুনিবর'!

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎকালবিপ্লুতম্॥

নিষ্কামভক্তগণ আমার সেবার দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত সালোক্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও পাইতে ইচ্ছা করে না। যেহেতুক তাহারা সেবানন্দেই পরিপূর্ণকাম হইয়া থাকে। তাহা হইলে কালবিনাশ্য স্বর্গাদি সুখ যে ইচ্ছা করে না, তাহা তো বলাই বাহুল্য। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইল যে—স্বর্গাদি সুখকে কালবিনাশ্য বলিয়া উল্লেখ করাতে শ্রীভগবৎ-সেবারূপা ভক্তি যে কালবিনাশ্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব, ভগবদ্ভক্তির নির্গুণত্বও সুসিদ্ধ হইল। কালে অবিনাশী সালোক্যাদি মুক্তি হইতেও সেবাতে অধিক আনন্দ আছে বলিয়াই ভক্তগণ ঐ মুক্তিচতুষ্টয়ের